بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বদরের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের অভিযাত্রা, যুদ্ধপূর্ব প্রস্তুতি এবং সাহাবীদের মহানবী (সা.) এর প্রতি আনুগত্যের পরম দৃষ্টান্ত

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২৩ জুন, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

যেমনটি গত খুতবায় বলা হয়েছিল, মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রেরিত সংবাদবাহকরা যখন জানায় যে, কুরাইশ বাহিনী বাণিজ্য কাফেলাকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছে, তখন তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেন এবং তাদের মতামত জানতে চান। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)'র পর হযরত মিকদাদ বিন আমর (রা.) বলেন, বনী ইসরাঈলরা মূসা (আ.)-কে যে উত্তর দিয়েছিল আমরা তদ্রূপ উত্তর দেব না যে, فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ অর্থাৎ আপনি ও আপনার প্রভু যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে থাকব; বরং আমরা আপনার সাথে আছি, আপনি যেভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন আমরা আপনার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে সেভাবেই যুদ্ধ করব। আপনি যদি আমাদেরকে 'বারকাল গামাদ' পর্যন্তও নিয়ে যান আমরা আপনার সাথে যেতে প্রস্তুত। মহানবী (সা.) একথা শুনে খুবই সন্তুষ্ট হন এবং তাদের জন্য দোয়া করেন।

এক লেখক লেখেন যে 'বারাকাল গামাদ' হল মক্কা থেকে চারশ' ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণে জনবসতি থেকে বহু দূরের একটি প্রান্তিক অঞ্চল, যা কিনা সফরের ক্লান্তি এবং দূরত্বকে বোঝানোর জন্য প্রচলিত কথায় উপমা দেওয়া হত। সাহাবাগণের এটি বলার উদ্দেশ্য ছিল যে আপনি যতদূরেই যান আমরা আপনার সাথে যেতে প্রস্তুত।

হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) ও হযরত মিকদাদ (রা.) তিনজনই মুহাজিরদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন, তাই মহানবী (সা.) আনসারের মতামত জানতে চান। তখন হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) বলেন, আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার আদেশাবলি শোনার এবং তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার

করেছি। তাই আপনি আমাদের যেখানেই নিয়ে যাবেন আমরা সেখানে যেতে প্রস্তুত। আপনি শুধু আল্লাহ্‌র বরকতে আমাদের সাথে অভিযাত্রায় শামিল হোন। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এর কথা শুনে খুব খুশি হন আর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দু'টি দলের (পারস্যের বানিজ্যিক কাফেলা অথবা মক্কার কাফের বাহিনী) মাঝে একটি দলের উপর বিজয় দান করার অঙ্গীকার করেছেন। আমি সেই জায়গা দেখতে পাচ্ছি যেখানে শত্রুপক্ষ নিহত হবে।

সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা.) আপনি যদি কুরাইশদের বানিজ্য কাফেলা সম্পর্কে প্রথম থেকেই অবগত ছিলেন তবে আপনি মদীনাতেই আমাদের কেন যুদ্ধের সম্ভাবনার বিষয়ে অবগত করলেন না, আমরা প্রস্তুতি নিয়ে আসতে পারতাম! যদিও এই সংবাদ এবং পরামর্শ এবং মহানবী (সা.) এর উপর হওয়া ঐশী সংবাদ যে এই দুটি দলের মধ্যে কোন একটির উপর মুসলমানরা অবশ্যই বিজয় লাভ করবে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত মুসলমানরা সঠিক ভাবে বুঝে উঠতে পারেনি যে ঠিক কোন দলটির সাথে তাদের মোকাবিলা করতে হবে। তবে তারা যে কোন একটি বাহিনীর সাথে তাদের সংঘর্ষের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল। আর স্বভাবতই তারা চাইছিল যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল অর্থাৎ বানিজ্য কাফেলার সাথে তাদের মোকাবেলা হোক।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এই বিষয়ে বলেন যে, বদরের সময় মহানবী (সা.) আনসারদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। আর আনসাররা মনে করেছিল, যাদের সাথে লড়াই হবে তারা সব মক্কার অধিবাসী। আমরা যদি কোন পরমর্শ দিই তবে মুহাজিররা মনে করতে পারে আমরা তাদের ভাই তাদের আত্মীয় স্বজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মরামর্শ দিচ্ছি। কিন্তু মহানবী (সা.) এর পক্ষ থেকে বার বার বলার পর আনসাররা তাদের অস্বস্তির কথা উল্লেখ করার পর মতামত দেয়, তারা সর্বাবস্থায় আপনার সাথে থাকবে। আনসারদের সাথে এ হেন পরামর্শের পর মহানবী (সা.) অভিযানে রওয়ানা হন এবং বদরের স্থানে শিবির স্থাপন করেন। কিছুক্ষণ পর তিনি (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.) বের হলেন এবং একজন বৃদ্ধ আরব লোকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার কাছে কুরাইশদের সম্পর্কে জানতে চাইলে বৃদ্ধ লোকটি বললো, "আমি জানতে পেরেছি যে, মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা অমুক দিনে রওয়ানা হয়েছেন, এবং যদি এটি সত্য হয়, তবে তারা এখন এই স্থানে থাকবে। আমি আরও জানতে পেরেছি যে কুরাইশরা অমুক দিনে রওয়ানা হয়েছে। এবং যদি এটা সত্য হয়, তাহলে তারা অমুক অবস্থানে থাকবে।" এর পর বৃদ্ধটি যখন জিজ্ঞেস করলো তোমরা কারা, মহানবী (সা.) বিজ্ঞতার সাথে উত্তর দিলেন যে, আমরা পানি দিয়ে তৈরি। সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের ঝর্ণার কথা বলতে চেয়েছেন। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

ফিরে এসে সন্ধ্যার সময় মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)কে কতিপয় সাহাবার সঙ্গে বদরের ঝর্ণার অভিমুখে প্রেরণ করেন, যাতে শত্রুদের গতিবিধির বিষয়ে সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। তাঁরা দুই'জন ব্যক্তিকে ধরে আনেন। তারা বলে কুরাইশারা আমাদের পানি নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে। মহানবী (সা.) জানতে চাইলে তারা বলল, এই পাহাড়ের উল্টো দিকে অনেক কুরাইশ অবস্থান করছে। এক এক দিনে তারা নয় দশটি করে উট জবাই করছে। এতে মহানবী (সা.) বুঝতে পারলেন যে কুরাইশরা সংখ্যায় নয়' শত এবং এক হাজারের মধ্যে হবে। এরপর তারা কুরাইশের বেশ কয়েকজন সর্দারের নাম বলে যারা এই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন মহানবী (সা.) বললেন, মক্কা তোমাদের সামনে তার কলিজা নিক্ষেপ করেছে। এগুলি ছিল অত্যন্ত জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা যা মহানবী (সা.)-এর বরকতময় জিহ্বা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এসেছিল,

যার কারণে সাহাবীদের অন্তর দৃঢ় হয়েছিল যে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের বিজয় দান করবেন।

এ সময় হযরত হাব্বাব বিন মুনযর (রা.) বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি আল্লাহ্‌র নির্দেশে এই স্থানটি নির্বাচন করেছেন নাকি এটা শুধুমাত্র আপনার ব্যক্তিগত পছন্দ বা রণকৌশল?"

তিনি (সা.) বললেন এটা একটা যুদ্ধের কৌশল। তখন হাব্বাব বললেন, আমার মতে এই স্থানটি যথার্থ নয়, আমাদের উচিত শত্রুর পানির সবচেয়ে নিকটতম স্থানে শিবির স্থাপন করা এবং সমস্ত কূপের মুখ বন্ধ করে নিজেদের জন্য পানি দিয়ে একটি হাউজ পরিপূর্ণ করে রাখা। এরপর যদি আমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করি তাহলে আমাদের কাছে পানি থাকবে এবং শত্রুরা পানি থেকে বঞ্চিত হবে। মহানবী (সা.) তার এই পরামর্শ পছন্দ করেন এবং চূড়ান্তভাবে এরপাশেই শিবির স্থাপন করেন, আর বাকি কূপগুলোকে অকেজো করে দিয়ে একটি জলাধার (হাউজ) তৈরি করে পানি দিয়ে ভরে দিলেন। আওস গোত্রের নেতা সাদ বিন মুআয (রা.) এর পরামর্শে তিনি ময়দানের এক অংশে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য একটি ছাউনি প্রস্তুত করেন এবং সেখানে তাঁর (সা.) এর ঘোড়াটি বেঁধে রাখেন। তিনি নিবেদন করলেন, আপনি এখানেই অবস্থান করুন, আমরা যুদ্ধ করব। আমরা পরাজিত হলে আপনি এটি সওয়ার হয়ে মদীনায় ফিরে যাবেন এবং সেখানে আমাদের ভাইরা আপনাকে রক্ষা করবে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন বদরের ময়দানে পৌঁছলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নিজেদের মধ্যে মরামর্শ করে তাঁকে একটি উঁচু স্থানে একটি ছাউনি দিয়ে অবস্থান করালেন এবং সেখানে দ্রুততম উটটি বেঁধে রাখলেন। তাঁরা বললেন, আমরা সংখ্যায় অল্প এবং শত্রুরা অনেক। আমাদের মৃত্যু নিয়ে আমরা চিন্তিত নই, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা আপনাকে নিয়ে চিন্তা করি, আমরা মরে গেলে ইসলামের কোনোই ক্ষতি হবে না, কিন্তু ইসলামের জীবন আপনার সাথে সম্পৃক্ত। তাই আপনার নিরাপত্তা বিধান করা আমাদের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমরা একে একে শহীদ হয়ে গেলে এই উটে চড়ে আপনি মদীনায় চলে যাবেন, সেখানে আমাদের অন্য ভাইয়েরা আপনার নিরাপত্তা বিধান করবে। যাহোক, মহানবী (সা.) তাদের এ কথা মানেন নি, তবে এটি ছিল সাহাবীদের আবেগ ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত আলী (রা.) একবার বলেছিলেন, সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন সবচেয়ে সাহসী ও নির্ভিক। বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর জন্য একটি পৃথক তাঁবু তৈরি হলে হযরত আবু বকর (রা.) সঙ্গে সঙ্গে খালি তরবারি নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে যান এবং বিপদের সময় আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)কে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করেন।

পরদিন সকালে কুরাইশরা বদর প্রান্তর অভিমুখে অগ্রসর হলে মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তুমি আজ তোমার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দাও।

কুরাইশরা বদরের ময়দানে অবতরণ করলে তাদের একদল মহানবী (সা.) এর হাউজে এসে পানি পান করতে থাকে। তাদের মধ্যে হাকিম ইবনে হিজামও ছিলেন। সেই দিন,শত্রুপক্ষের যেই ঐ হাউজের পানি পান করেছিল তাকে হত্যা করা হয়েছিল, হাকিম বিন হিজাম ছাড়া, যিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন। কুরাইশদের আগমনের পূর্বে মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে সারিবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি (সা.) একটি তির দিয়ে কাতার সোজা করছিলেন। এদিন মহানবী (সা.) মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র হাতে পতাকা তুলে দিয়েছিলেন। কাতার নিরীক্ষণের সময়, যখন মহানবী (সা.) সাওয়াদ বিন গাযিয়া (রা.)'র পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে সাওয়াদ লাইন থেকে বাইরে আছেন। মহানবী (সা.) তার পেটে

তির দিয়ে খোঁচা মেরে বলেন, ঠিকভাবে দাঁড়াও। সোয়াদ বললেন, আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (রা.)! আমি প্রতিশোধ নিতে চাই, তখন মহানবী (সা.) নিজের পেটের ওপর থেকে কাপড় তুলে বলেন; এস– তুমি প্রতিশোধ নাও। তখন হযরত সোয়াদ (রা.) তাঁকে জড়িয়ে ধরে তাঁর শরীরে চুমু খেতে থাকেন আর বলেন, আমি চাই আপনার সঙ্গে আমার জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো এমনভাবে কাটুক যেন আমার শরীর আপনার বরকতপূর্ণ দেহ স্পর্শ করতে সক্ষম হয়। তখন মহানবী (সা.) তার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন। এসব ছিল সাহাবীদের সীমাহীন ভালোবাসার দৃষ্টান্ত। অবশিষ্ট ঘটনা আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) সম্প্রতি মৃত্যুবরণকারী মরহুম ক্বারী মুহাম্মদ আশেক হোসেইন সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন, যিনি জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার প্রাক্তন শিক্ষক এবং মাদরাসাতুল হিফয্ রাবওয়ার অধ্যক্ষ ও পরিচালক ছিলেন। এছাড়া সিরিয়ার মুকাররাম নূর উদ্দীন আল্ হুসনী সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন, যিনি সম্প্রতি সৌদি আরবের একটি কারাগারে বন্দী অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। হুযূর (আই.) সংক্ষিপ্ত পরিসরে উভয় মরহুমের বয়আত গ্রহণের ইতিহাস এবং তাদের কর্মময় জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক ও গুণাবলী বর্ণনা করে জুমুআর নামাযের পর উভয়ের গায়েবানা জানাযার নামায পড়ানোর ঘোষণা দান করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

বিশেষ ঘোষণা: নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলি হল- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর রুহানী খাযায়েন এর অন্তর্গত ১. তোহফায়ে বাগদাদ (বাগদাদবাসীদের জন্য উপহার) এবং ২. নূরুল কুরআন (আল্ কুরআনের জ্যোতি)। পুস্তকগুলি সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্যদের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ তালিকার জন্য ক্যাটলগ দ্রষ্টব্য। -ধন্যবাদ

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
23 June 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in